যায়যায়দিন

তারিখ 25 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

এক মাসে মন্ত্রণালয়ের দুই ধরনের সিদ্ধান্ত

বৃহত্তর খুলনার এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিপাকে

খুলনা অফিস

এক মাসের ব্যবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই ধরনের নির্দেশনা বৃহত্তর খুলনার সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত তিন জেলার প্রায় দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চরম বিপাকে ফেলেছে। প্রথম নির্দেশনা অনুযায়ী এসব পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যে ফরম ফিলাপ সম্পন্ন করেছে সব ফি মওকুফের সুবিধা নিয়ে। পরবর্তী নির্দেশনায় যারা সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাদের ফিস আদায় করে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বোর্ডে পাঠাতে বলা হয়েছে। আকস্মিক এ ঘোষণায় কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক প্রত্যেকেই বেকায়দায় পড়েছেন।

১৫ নভেম্বর সাইক্লোন সিডরের আঘাতে দক্ষিণের জনপদ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আমীরুল আলম খান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সকল প্রকার ফি মওকুফের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। কলেজের প্রিন্সিপালরা এ চিঠির নির্দেশনা অনুযায়ী গতকাল ফরম ফিলাপ সম্পন্ন করেন। এদিকে গতকালই আমীরুল আলম খান স্বাক্ষরিত আরেক চিঠিতে ঢালাওভাবে ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে বলা হয়, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউএনওর প্রত্যয়ন ছাড়া ফি মওকুফ হবে না। যারা সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাদের পরীক্ষার ফি আদায় করে ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বোর্ডে পাঠাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারি এমএম সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল গুলশান আরা বেগম জানান, ৭০০ ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যে বিনা ফিতে ফরম ফিলাপ করে ফেলেছে। এদের খুঁজে বের করে কিভাবে টাকা আদায় করবো তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল ফরিদা বানু চিশতি জানান, সরকারের এ সিদ্ধান্তে অনেক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে খুশি পৃ:২১ক৩

বৃহত্তর খুলনার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। ফরম ফিলাপ করে তারা এখন গ্রামে চলে গেছে। তারা এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে না চেয়ারম্যান-ইউএনওর দ্বারে দ্বারে ঘুরবে? মহেশ্বরপাশা শহীদ জিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল তারিকুল ইসলাম জানান, নতুন ইসু হওয়া এ চিঠি সব মহলের ভোগান্তি বাড়াবে। কে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত আর কে নয় তা যাচাই-বাছাই করা কষ্টকর।

এ ব্যাপারে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আমীরুল আলম খান জানান, তারা শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রিন্সিপালদের কাছে চিঠি দিয়েছেন।